ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড

বিদ্যুৎ ভবন, বনমালিপুর,আগরতলা।

শারদীয়া উৎসবের জন্য আইনানুগ বিদ্যুৎ নিন

বিজ্ঞপ্তি

পূজার সংগঠক এবং অস্থায়ী ব্যবসায়িক ছাওনি স্থাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগন আইন এবং নিয়ম মোতাবেক বিদ্যুৎ সংযোগ নিন।

আপনাদের কি কি করতে হবে

প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কার্য্যালয়ে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ই অক্টোবর, ২০২০ইং ।

- সময় থাকতে জেনে নিন, আগের বছরের পূজোর বিদ্যুৎ বিলের দরুন কোন টাকা বাকী আছে কিনা। এ ব্যপারে নিগমের আঞ্চলিক অফিসের সংশ্লিষ্ট অফিসাররা সব রকমের সাহায্য করবেন ।
- বিদ্যুৎ সংযোগের অন্ততঃ ৭(সাত) দিন আগে প্রাপ্ত কোটেশনের ভিত্তিতে নীচের হারে ও খাতে প্রদেয় অর্থ জমা দিন।

সংযোগের ধরন	সিকিউরিটি বাবদ (ক)	সংযোগ বাবদ (খ)	বিদ্যুৎ পরিমান নুন্যতম টাকা বাবদ (গ)	মোট প্রদেয় অর্থ
সিঙ্গেল ফেজ ৩ কিলোওয়াট পর্য্যন্ত	৭৫০ টাকা	৩০০ টাকা	প্রতি কিলোওয়াট বা অংশ প্রতি ৬০ টাকা প্রতিদিন।	(ক + খ + গ)
থ্রী ফেজ ৩ কিলোওয়াট এর উপরে	১৫০০ টাকা	৫০০ টাকা	প্রতি কিলোওয়াট বা অংশ প্রতি ৬০ টাকা প্রতিদিন।	(ক + খ + গ)

বিঃ দ্রঃ ১. *সিকিউরিটি বাবদ অর্থ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের পর ফেরতযোগ্য কিন্তু সংযোগবাবদ দেয় অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।*

২. *ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ইউনিট প্রতি ৬.০০ টাকা (রিবেট সহ ৫.৯০ টাকা) হিসাবে বিল করা হবে। এই বিলের পরিমান (গ) এ নির্দ্ধারিত টাকার বেশী হলে অতিরিক্ত টাকা জমা দিতে হবে।*

- ঘোষিত এবং অনুমোদিত চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার না করার অঙ্গীকার পত্র জমা দিন। সামান্য টাকা কমাবার জন্য প্রয়োজনীয় লোড কমিয়ে দেখাবেন না। যে পরিমান লোডের আবেদন করছেন, তার চেয়ে বেশী বিদ্যুৎ নেওয়া মানে বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার।
- পূজা মন্ডপ সংলগ্ন আঙ্গিনা বা অন্যস্থানে ওয়ারিং ভারতীয় বিদ্যুৎ বিধি ১৯৫৬ মোতাবেক করুন। মন্ডপে বিদ্যুতের লাইনগুলি টানবার সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন জোড়া দেওয়া তার ব্যবহার না করা হয়। এইকাজ একমাত্র লাইসেন্স প্রাপ্ত কন্ট্রাকটরের মাধ্যমে করাবেন।
- প্রয়োজনীয় তার, মেইন সুইচ ইত্যাদি বিদ্যুৎ সংযোগের আগেই মজুত রাখুন।
- মন্ডপ নির্মানের সময় খেয়াল রাখবেন যেন নিগমের কোন খুটি, তার বা ট্রান্সফরমার ঢাকা না পড়ে। মন্ডপের কাঠামোকে ওভারহেড লাইন থেকে দূরে রাখুন।
- পূজা সংগঠকদের কাছে আবেদন - বিদ্যুৎ সরবরাহে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জনসমাগম বহুল পূজা মন্ডপ-প্রাঙ্গনে অবশ্যই বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা অর্থাৎ জেনারেটার রাখুন । এই জেনারেটরের লাইন সম্পূর্ন আলাদা রাখতে হবে ।
- ওভারলোডিং এড়াতে আলোর মালাতে কম ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এল.ই.ডি, সি.এফ.এল এবং টি-৫ টিউব ব্যবহার করুন। আলোক সজ্জায় এল. ই. ডি. বাল্ব অত্যন্ত সুন্দর, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ । থ্রী ফেইজে সংযোগের ক্ষেত্রে তিনটি ফেইজে লোড সমান ভাবে ভাগ করে নিন।
- যেকোন ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ক্ষেত্রে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন ।

-: বে-আইনি বলে গণ্য হবে :-

- যদি ঘোষিত এবং অনুমোদিত চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন।
- যদি হুকিং, টেপিং করে মন্ডপে, অঙ্গনে, অস্থায়ী ছাওনি বা আলোক সজ্জার জন্য অন্য কোথাও বিদ্যুৎ সংযোগ করেন।

-: বে-আইনি কাজের ফলে কি কি ক্ষতি হতে পারে :-

- হুকিং, টেপিং করে বিদ্যুৎ নিলে এবং ঘোষিত চাহিদার বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে তার ছিঁড়ে পড়তে পারে, ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যেতে পারে। বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যেতে পারে অন্ধকারে।
- সর্ট সার্কিট হয়ে মন্ডপে আগুন লেগে জীবন ও সম্পত্তি হানি হতে পারে।
- তার বা জোড়ার অনাবৃত অংশ থেকে বৈদ্যুতিক শক্ লেগে জীবন বিপন্ন হতে পারে। আনন্দের বদলে এলাকায় বিষাদ নেমে আসতে পারে।

-: বে-আইনি কাজের জন্য কি কি শাস্তি প্রযোজ্য :-

- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ নিলে বা ঘোষিত চাহিদার বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে পূজা মন্ডপ ও সংশ্লিস্ট স্থলের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ নিগম এবং তার ভিজিলেন্স দপ্তরের যৌথ অভিযানে বিদ্যুৎ চুরি বা অবৈধ ব্যবহার ধরা পড়লে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ইং এর ১৩৫ নং ধারা অনুযায়ী ৩ বছর পর্য্যন্ত জেল, জরিমানা অথবা দুইই হতে পারে ।

আসুন আপনাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতায়

শারদীয়া উৎসবের দিনগুলি আলোকোজ্জ্বল করে তুলি